বর্ষ ৫ ▪ সংখ্যা ১ ▪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

SUZY NEWS

বাংলাদেশে ডায়রিয়া নিরাময়ে শিশুদের জন্য জিংক-এর ব্যাপ্তিবর্ধন (সুজি) প্রকল্পের নিউজলেটার

এনজিও খাতের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার
পৃষ্ঠা ৩

বাংলাদেশের প্রথম সারির শিশু বিশেষজ্ঞদের সাথে তথ্য বিনিময় কর্মশালা
পৃষ্ঠা ৪

খাবার স্যালাইন ও জিংকের সমন্বয়ে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাম ডাক্তার ও ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য সুজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ
পৃষ্ঠা ৫

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে জিংক চিকিৎসার প্রচার কার্যক্রম
পৃষ্ঠা ৭

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠক,

সুজি নিউজের সপ্তম সংখ্যায় আপনাদের স্বাগতম।

বাংলাদেশে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহারের ব্যাপকহারে বিস্তার ও এ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত গবেষণা সম্পর্কে আগ্রহী জনসাধারণকে অবহিত করাই এই নিউজলেটারের উদ্দেশ্য। আইসিডিডিআর,বির স্কেলিং আপ জিংক ফর ইয়াং চিলড্রেন উইথ ডায়রিয়া প্রজেক্ট বা সুজি প্রকল্পের এই নিউজলেটারের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রমের পাশাপাশি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জিংক চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কে আপনাদের জানানোও আমাদের উদ্দেশ্য।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ৪, ২০১৫ সাল নাগাদ পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে

গত সংখ্যা প্রকাশের পর জিংকের স্কেলিং আপ কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। বেবি জিংক গণযোগাযোগ কার্যক্রম পুরোদমে চলছে। প্রচারণার অন্তর্ভুক্ত টেলিভিশন, সিনেমা ও রেডিও বিজ্ঞাপণ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপণ ও প্রবন্ধ, পোস্টার, স্টিকার, বিলবোর্ড, বাস ব্র্যান্ডিং, লোক সংগীত, উঠান বৈঠক ইত্যাদি নিয়মিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও সুজি প্রকল্প সারা দেশে ম্যাজিক শো-এর মাধ্যমে স্কুলগুলোতে বেবি জিংকের প্রচারণা চালাচ্ছে। এছাড়াও রেডিও প্রোগ্রাম ও টেলিভিশনে শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে।

২০০৭ সালের নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুজির টেকনিক্যাল ইন্টারেস্ট গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেবি জিংক গণমাধ্যম প্রচারাভিযানে পে-অফ লাইন সংশোধন করে এর সাথে খাবার স্যালাইন সংযুক্ত করায় প্রশংসা জানানো হয়। কারণ খাবার স্যালাইনের কথা সংযুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের মনে জিংক স্যালাইনের বিকল্প–এ জাতীয় কোনো ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ থাকবে না। এছাড়াও সভায় ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সমাধানের পথ বেরিয়ে এসেছে, যেমন–দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রচারাভিযান বাড়াতে হবে, যেসব অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশী সেসব অঞ্চলের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়া হলে জিংক ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসার এ সাম্প্রতিক অগ্রগতি এনজিওগুলোকেও জানাতে হবে।

এছাড়াও সভায় শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের বৈষম্য দূরীকরণে গ্রাম্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়া হয়।

এই সংখ্যায় এনজিওর সাথে ট্রেনিং ও সাপোর্ট ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবাদানকারী কর্তৃক ডায়রিয়ার জন্য জিংক চিকিৎসার প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য শুরু প্রকল্পের নতুন স্টাডি তুলে ধরা হয়েছে।

জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেট বাজারজাতকরণের পরবর্তী প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য সুজি প্রকল্পের ইম্প্যাক্ট মনিটরিং জরীপ কার্যক্রমও চলছে। গবেষণা দলের বাজারজাত পরবর্তী জরীপের তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়েছে এবং এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের জরীপের তথ্য সংগ্রহ চলছে।

www.icddrb.org/activity/SUZY

আমরা সাফল্যের সাথে বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোর শিশু বিভাগের প্রথম সারির শিশু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করি।

সুজি নিউজের এ সংখ্যায় আরো থাকছে বেবি জিংক প্রচারাভিযান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন।

আশা করি এ সংখ্যাটি আপনাদের ভালো লাগবে।

সম্পাদক, সুজি নিউজ।

সুজি প্রকল্পের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের পাঁচ বছরের কমবয়সী সব শিশুকে জিংক চিকিৎসা সরবরাহ করা

এই প্রকল্প অথবা সুজি নিউজ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

ডাঃ চার্লস্ পি লারসন, clarson@icddrb.org

সুজি প্রকল্প
আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স নং ১২৮, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন +৮৮ ০২ ৮৮৬০৫২৩-৩২# ২৫৩৯
www.icddrb.org/activity/SUZY

ড. ট্রেসি লিন কোহলমুজ
প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
সুজি প্রকল্প
tracey@icddrb.org

নাজরাতুন নাঈম মোনালিসা
ইনফরমেশন ম্যানেজার
সুজি প্রকল্প
monalisa@icddrb.org

ডিজাইন ও পেইজ লে-আউট
সৈয়দ হাসিবুল হাসান
পাবলিকেশনস্ ইউনিট
hasib@icddrb.org
মুদ্রণে ডাইনামিক প্রিন্টার্স

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

এনজিও খাতের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার

সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও খাতের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের সর্বাধিক সুবিধা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সুজি প্রকল্প একটি নতুন স্টাডি শুরু করেছে। এনজিও খাতে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার প্রচলনের জন্য এ স্টাডির পরিকল্পনা করা হয়।

যেকোনো ধরনের ডায়রিয়া চিকিৎসায় শিশুদের খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক খাওয়াতে হবে

সুজি প্রকল্পের গবেষকগণ এর এনজিও পার্টনার দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)-এর সাথে জিংক প্রচলিত গণমাধ্যম প্রচারাভিযানের ও স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের জন্য প্রচারমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সুদৃঢ় ও অব্যাহত এনজিও-বেসরকারী খাতের সহযোগিতা পাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এ ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের একিউট ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পাবে।

স্টাডিটি জিংক স্কেলিং আপ কার্যক্রমের ফলপ্রসূতা মূল্যায়ন করবে এবং সুদৃঢ় ও অব্যাহত এনজিও ও বেসরকারী খাতের সহযোগিতার মাধ্যমে একটি জিংক স্কেলিং আপ ইন্টারভেনশন (মধ্যবর্তিতা) প্যাকেজের প্রভাবও মূল্যায়ন করবে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সফল সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে জিংক বিতরণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের উৎপাদন সহযোগী, দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড, বাণিজ্যিক খাতে জিংককে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের একটি বড় অংশ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এনজিও এবং সনদবিহীন বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর উপর নির্ভর করে। এ বিষয়টির গুরুত্বের আলোকে এ ধরনের স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের জিংক প্রচারাভিযানের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে সুজি প্রকল্প মনে করে।

স্কেলিং আপের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করার জন্য একটি কন্ট্রোল্‌ড্ বিফোর-আফ্টার স্টাডি শুরু করেছে। ডিএসকে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একটি এনজিও। এ স্টাডির অন্তর্ভুক্ত আরেকটি এনজিও হচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (জিকে) যার নেটওয়ার্ক অনেক বিস্তৃত।

বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার একটি গ্রাম্য সম্প্রদায়ে এ গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে যেখানে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র উভয় এনজিওরই সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম আছে।

ডিএসকে এলাকার স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা এ স্টাডিতে মধ্যবর্তিতা হিসেবে এনজিও স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া নিরাময়ে জিংক চিকিৎসার জন্য সনদবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও এই মধ্যবর্তী এনজিও তাদের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিশুদের ডায়রিয়া হলে জিংক ব্যবহারের বিষয়ে কম্যুনিটিকেও উৎসাহী করবে।

ইন্টারভেনশন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জরীপের মাধ্যমে প্রেসক্রিপশনে জিংকের ব্যবহারে মধ্যবর্তিতার প্রভাব এবং শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় এন্টিবায়োটিক বিক্রির উপর প্রভাবও মূল্যায়ন করা যাবে, যা দেশব্যাপী প্রচলিত স্কেলিং আপ কর্মসূচীর সাথে এনজিও খাতের

সেবাদানকারীদের সাথে কর্মসূচী থেকে প্রাপ্ত উপকারিতার মান নির্ধারণ করতে সহায়ক হবে।

এ স্টাডি বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ-এর গাইডলাইন অনুযায়ী শিশুদের ডায়রিয়ার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা–খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহারের জন্য প্রচলিত গণমাধ্যম ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের নিয়ে প্রচারাভিযানকে আরো জোরদার করবে।

মূলতঃ দেশব্যাপী জিংক চিকিৎসার সফল স্কেলিং আপ-এর বিভিন্ন কৌশল থেকেই সুজি প্রকল্প এনজিও খাতের সাথে সমন্বয় করে কম্যুনিটিতে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবার কাজে এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে জিংকের ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা করে। প্রকল্পের অন্যান্য স্কেলিং আপ কৌশলগুলো হচ্ছে–বাংলাদেশে ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস (আইএমসিআই) প্রটোকলের মধ্যে জিংকের অন্তর্ভুক্তি, লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের নিয়ে তথ্য বিনিময় কর্মসূচী, গ্রাম্য ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং প্রচারাভিযান, যা সরকারী ও বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এর সাথে এনজিও ও বেসরকারী খাতের অংশীদারিত্বকে সারা বাংলাদেশে জিংকের ব্যবহার প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, সুজি প্রকল্প এই নতুন স্টাডি প্রবর্তন করে।

শিশুদের ডায়রিয়ায় জিংকের ব্যবহারের স্কেলিং আপকে একটি পরীক্ষামূলক কেইস হিসেবে নিয়ে এ স্টাডি থেকে এধরনের অংশীদারিত্বের প্রভাবের অবজেক্টিভ এভিডেন্সও পাওয়া যাবে।

এনজিও খাতে যেমন সরাসরি স্বাস্থ্য-সেবাদানের ধারা রয়েছে তেমনি কিছু এনজিও বেসরকারী খাতের স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। এভাবে এসব এনজিও সনদবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের জন্য ডায়রিয়ার চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি ও সেবাদানের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। কারণ বাংলাদেশে শিশুর ডায়রিয়াজনিত অসুস্থতার জন্য অধিকাংশ জনগণ এসব সনদবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন।

জরীপের জন্য সাক্ষাৎকারে কম্যুনিটির জনগণের কাছ থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। যেসব শিশু জরীপের দুই সপ্তাহের মধ্যে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের যত্নকারীরা জরীপে অংশগ্রহণ করছেন। জরীপ এ বছরের মে মাস পর্যন্ত চলবে। ■

বাংলাদেশের প্রথম সারির শিশু বিশেষজ্ঞদের সাথে তথ্য বিনিময় কর্মশালা

বাংলাদেশের শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক স্কেলিং আপ কর্মকাণ্ডের সর্বশেষ অগ্রগতি জানাতে সুজি প্রকল্প দেশের প্রথম সারির শিশু বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ধারাবাহিক তথ্য বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করে।

সারা দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকগণ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২০০৭ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় অধ্যাপক এম. আর. খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ শিশু বিশেষজ্ঞ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এম.এ. মান্নান, ঢাকা শিশু হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক এম. সেলিম শাকুর, শিশু ও মাতৃ-স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এ. হান্নান এবং আইসিডিডিআর,বি-এর ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশনের পরিচালক ডাঃ এম.এ. সালাম পৃথক পৃথক অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ৫টি কর্মশালার বিভিন্ন সেশনে সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় প্রকল্প সহযোগীরা প্রকল্পের সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল, বেবি জিংক ডিসপারসিবল ট্যাবলেটের উৎপাদন, বিপণন ও বিতরণ, গণমাধ্যম প্রচারাভিযান এবং আইএমসিআই কর্মসূচীর মাধ্যমে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপ সম্পর্কে শিশু বিশেষজ্ঞদের অবহিত করেন।

কর্মশালার সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত অংশটি ছিল এর মুক্ত আলোচনা পর্ব যেখানে শিশুবিশেষজ্ঞগণ তাদের মতামত তুলে ধরেন এবং তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। সর্বোপরি তারা প্রকল্পের স্কেলিং আপ কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকমন্ডলী শিশুদের ডায়রিয়া নিরাময়ে জিংকের কার্যকারিতা মেডিকেল শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তিরও পরামর্শ দেন।

গণমাধ্যমে বেবি জিংকের সব ধরনের প্রচার কার্যক্রমে জিংকের সাথে সাথে খাবার স্যালাইন ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপের প্রয়োজনীয়তাকে তারা সমর্থন দেন। কারণ এভাবেই যত্নকারীদের মধ্যে জিংক খাবার স্যালাইনের বিকল্প-এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। ▸

সুজি প্রকল্পের তথ্য বিনিময় কর্মশালায় (বাঁ থেকে) বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গোলাম মাঈন উদ্দীন, অধ্যাপক এম. শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক সৈয়দ খায়রুল আমীন, জাতীয় অধ্যাপক এম. আর. খান এবং অধ্যাপিকা নাজমুন নাহার। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক এম. আর. খান

সারা বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে অংশগ্রহণকারী খ্যাতনামা শিশু বিশেষজ্ঞ ও অধ্যাপকমন্ডলীর সাথে সফল ধারাবাহিক কর্মশালার পর সুজি প্রকল্প সরকারী মেডিকেল কলেজগুলোর ইন্টার্ন চিকিৎসকদের জন্য কর্মসূচীর পরিকল্পনা করে।

সুজি প্রকল্প ঢাকার বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী মেডিকেল কলেজের শিশু ও ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক এবং ইন্টার্ন চিকিৎসকদের জন্য সেমিনারের আয়োজন করে।

প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই এর উৎপাদন সহযোগী দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডের সহযোগিতায় চারটি মেডিকেল কলেজে এ সেমিনার সম্পন্ন করেছে। মেডিকেল কলেজগুলো হচ্ছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ।

জিংক চিকিৎসার সাহায্যে প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় ৫০,০০০ শিশুর জীবনরক্ষা করা যায়

প্রতিটি সেমিনারেই অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল আশাতীত। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও পরিচালকগণ স্ব স্ব মেডিকেল কলেজে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। শুধু জুনিয়র চিকিৎসকগণই নয়, তাঁদের উর্ধ্বতন চিকিৎসকগণও জিংক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে অতি উৎসাহী ছিলেন। দুই ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রতিটি মেডিকেল কলেজেই চিকিৎসকগণ এক সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কিছু কিছু আলোচনা আরো দীর্ঘায়িত হয়। শিশু বিশেষজ্ঞগণ সক্রিয়ভাবে এই সেমিনারগুলোতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের জুনিয়র ডাক্তারদের শিক্ষায় সহায়তা করেন। তাঁরা শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেন।

দি একমি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এবং তারাও চিকিৎসকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন। এছাড়া সেমিনারের সফল আয়োজনে একমি ল্যাবরেটরীজের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমর্থনও উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী কর্মসূচী হিসেবে সুজি প্রকল্প খুব শীঘ্রই ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও কুমিলা মেডিকেল কলেজে একই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করতে যাচ্ছে। ■

খাবার স্যালাইন ও জিংকের সমন্বয়ে শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাম ডাক্তার ও ওষুধ বিক্রেতাদের জন্য সুজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও ডায়রিয়ার প্রকোপ বেশী, বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার বেশী। প্রতি বছর বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কমবয়সী যত শিশুর মৃত্যু হয় তার শতকরা ২০ ভাগ হয় ডায়রিয়া ও ডায়রিয়াজনিত কারণে। তদুপরি এদেশে অনেক শিশু বছরে গড়ে তিন থেকে চারবার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

বেশীর ভাগ ডায়রিয়া রোগের ক্ষেত্রে যত্নকারী ঘরোয়া চিকিৎসা করায় অথবা সনদবিহীন স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর শরণাপন্ন হয়। সুজি প্রকল্পের গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্যসেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে শহুরে বস্তি এলাকায় শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ ওষুধ বিক্রেতাদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৪০.৯ ভাগ রোগীর চিকিৎসা সেবা দিয়েছে গ্রাম ডাক্তার অথবা ওষুধ বিক্রেতাগণ।

জিংক চিকিৎসার মাধ্যমে ভবিষ্যতের ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা যায় কিন্তু সে জন্য শিশুকে অবশ্যই ১০ দিন জিংক খাওয়াতে হবে

এই গ্রাম ডাক্তার এবং ওষুধ বিক্রেতাগণ বেসরকারী খাতের অন্তর্ভুক্ত সনদবিহীন এলোপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবাদানকারী। এরা সাধারণভাবে ‘গ্রাম ডাক্তার’ অথবা ‘পল্লী চিকিৎসক’ নামে অভিহিত এবং বাংলাদেশের জনগণ ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য প্রথম এদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিয়ে থাকে।

শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, বাংলাদেশের শহরাঞ্চল ও মফস্বলেও এই স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা ব্যাপকভাবে বিরাজমান। এদের বিভিন্ন স্তরের প্রশিক্ষণ থাকলেও এলোপ্যাথিক মেডিসিন প্র্যাকটিসের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। যদিও সরকারী আর্থিক সহায়তায় এদের জন্য একটি আধা-আনুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ১৯৮২ সালে এ প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও কিছু পল্লী চিকিৎসক/গ্রাম ডাক্তার এক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসব্যাপী আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ পরিস্থিতি অনুধাবন করে সুজি প্রকল্প শিশুদের ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক চিকিৎসা সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই লাইসেন্সবিহীন স্বাস্থ্য-সেবাদানকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করে।

সুজি প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দল গ্রাম ডাক্তার কল্যাণ সমিতির সাথে যোগাযোগ করে, যার রেজিষ্টার্ড সদস্য সংখ্যা এক লাখেরও অধিক। এই সমিতির সহায়তায় সুজি প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে অর্ধদিবস প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। ▸

একজন গ্রাম ডাক্তার একটি শিশুকে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে

এ কর্মসূচীর বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যুগ্ম সুপারিশকৃত গাইডলাইন অনুযায়ী পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক ব্যবহার করা। গ্রাম ডাক্তাদের জন্য সুজির প্রশিক্ষণ দল এই চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তিকা, তথ্য কণিকা/ইনফরমেশন শীট, পোস্টার, ভিডিও ডকুমেন্টারি নাটক প্রভৃতি প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করে।

প্রতিটি থানা থেকে কমপক্ষে দু'জন গ্রাম ডাক্তার নির্বাচন করা হয় যাদের সুজি প্রকল্প থেকে ট্রেনিং অফ ট্রেইনার্স পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এভাবে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে গ্রাম ডাক্তার কল্যাণ সমিতির এগার শতাধিক সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যারা পরবর্তীতে তাদের স্ব স্ব এলাকার সহকর্মীদের এই জিংক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

চার ঘন্টা স্থায়ী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের ডায়রিয়া, পানিশূন্যতা, কম্যুনিটি পর্যায়ে পানিশূন্যতার চিকিৎসা, ডায়রিয়ার চিকিৎসা এবং ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের কার্যকারিতা বিষয়ক সম্যক জ্ঞান প্রদান করা হয়।

প্রতিটি কর্মসূচীতে উপরোক্ত বিষয়ের ওপর আলোচনা শেষ করে সুজি প্রকল্পের ফর্মেটিভ রিসার্চ টীমের মাধ্যমে সংগৃহীত জিংক চিকিৎসা সংক্রান্ত বহুল উত্থাপিত সাধারণ প্রশ্নগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী গ্রাম ডাক্তার ও ওষুধ বিক্রেতাদের সাথে এসব প্রশ্নের উত্তরসহ আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীদেরও তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়। এ আলোচনা পর্বে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যাপক উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এতে দেখা যায় যে, ডায়রিয়া চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের ভ্রান্ত ধারণা এরা পোষণ করে। সুজি প্রশিক্ষণ দল সঠিক তথ্য ও এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করে।

বাংলাদেশ সরকার ডায়রিয়া চিকিৎসার জাতীয় গাইডলাইন সংশোধন করে এতে পাঁচ বছরের কমবয়সী ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য জিংকের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে

প্রশিক্ষণকালীন সময়ে প্রশিক্ষকগণ তথ্যের বারংবার উপস্থাপনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, বিশেষতঃ মুখ্য তথ্যগুলো বিভিন্ন মাধ্যম ও তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন সরঞ্জামের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন করা হয় যাতে অংশগ্রহণকারীরা তথ্যগুলো ভালোভাবে ধারণ করতে পারে। এছাড়াও তথ্যগুলো ভালোভাবে মনে রাখার জন্য এ কর্মসূচীতে শিশুদের ডায়রিয়া নিরাময়ে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক চিকিৎসার উপর দু'টি নাটকও দেখানো হয়। বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবাদান কার্যক্রমে গ্রাম ডাক্তার ও ওষুধ বিক্রেতাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ নাটকগুলোতে গ্রাম ডাক্তার/ওষুধ বিক্রেতাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করে দেখানো হয় যে ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা করতে গিয়ে গ্রাম ডাক্তার/ওষুধ বিক্রেতা শিশুর বাবাকে শিশুকে খাবার স্যালাইন ও জিংক খাওয়ানোর পরামর্শ দিচ্ছে। নাটকে তাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখে অংশগ্রহণকারীরা নাটক দু'টি খুব উপভোগ করে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থাপিত তথ্যের বোধগম্যতা সম্বন্ধে জানতে প্রশিক্ষণ দল প্রি-টেস্ট ও পোস্ট-টেস্টের আয়োজন করে। কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা চার ঘন্টার ব্যবধানে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে সহজবোধ না-করায় প্রথম চারটি সেশনের পর প্রি-টেস্ট পর্বটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থেকে বাদ দেয়া হয়।

প্রায় ১৮০ জন গ্রাম ডাক্তার/ওষুধ বিক্রেতার দেয়া প্রথম চার সেশনের প্রি-টেস্টের ফলাফলে দেখা যায় যে:-

- শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রাম ডাক্তার/ওষুধ বিক্রেতা জানে যে শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক ব্যবহার করা যায়
- শতকরা ৩৭ ভাগ অংশগ্রহণকারী ডায়রিয়াতে জিংক চিকিৎসার সঠিক মাত্রা ও কোর্স উল্লেখ করতে পেরেছে
- ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক খাবার স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে–এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৪৭ ভাগ 'হ্যাঁ' উত্তর দেয় এবং শতকরা ১১ ভাগ কোন উত্তর দেয়নি
- ডায়রিয়াতে জিংক ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে শতকরা ৪৭ ভাগ অংশগ্রহণকারী ভুল উত্তর দেয় এবং শতকরা ১১ ভাগ কোনো উত্তর দেয়নি।

পোস্ট-টেস্টে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৯৯-১০০ ভাগ সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়।

অংশগ্রহণকারীরা নতুন কিছু শেখার জন্য খুবই উৎসাহী ছিল। প্রতিটি সেশনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আগের দিনের সেশনের উপস্থিতি সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পর গ্রাম ডাক্তার কল্যাণ সমিতি সুজি প্রকল্পের সহায়তায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত আরো ৩,০০০ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী শুরু করেছে। সমিতির যেসব সদস্য সুজি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তারাই এই পরবর্তী পর্যায়ের কর্মসূচীতে তাদের সহকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। বাংলাদেশের ৩০টি জেলায় এ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার প্রতি সেশনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০। ■

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে জিংক চিকিৎসার প্রচার কার্যক্রম

শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকের ব্যবহার প্রচারের জন্য সুজি প্রকল্প ও এর গণমাধ্যম প্রচারাভিযান সহযোগী ধানসিঁড়ি মিডিয়া প্রোডাকশন হাউজ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জন্য অনুষ্ঠান তৈরি করেছে। অনুষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের সরকারী টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও সরকারী রেডিও স্টেশন বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হচ্ছে।

পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর ডায়রিয়ায় খাবার স্যালাইন ও জিংক একটি জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য সুজি প্রকল্প শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান তৈরি করেছে যার নাম 'বেবি জিংক সোনামনি'। তেরো পর্বের এ স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানটি প্রতি মঙ্গলবার বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত এবং জনপ্রিয় তারকা বাবা-মায়েরও সাক্ষাৎকার। অনুষ্ঠানে শিশুর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন খেলনা, বই, পোশাক, আসবাবপত্র প্রভৃতির ওপর তথ্যসম্বলিত সেশনের নাম 'লাইফস্টাইল গাইড'। এছাড়াও এ অংশে শিশুর বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো সম্বন্ধেও তথ্য জানানো হয়েছে। জনপ্রিয় শিল্পী তানিয়া আহমেদের উপস্থাপনায় প্রচারিত এই স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানটিতে 'হোম ভিডিও' নামে একটি পর্ব আছে যেখানে অভিভাবকদের কাছ থেকে ঘরে ভিডিও ক্যামেরাতে ধারণকৃত শিশুদের মজার মজার কর্মকাণ্ডর ভিডিও চিত্র সংগ্রহ করে দেখানো হয়েছে।

রেডিওর শ্রোতাদের জন্য সুজি প্রকল্প 'বেবি জিংক হাসিখুশী শিশু' নামে ২৪ পর্বের একটি

ঢাকা শিশু হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক এম. সেলিম শাকুর এবং আইসিডিডিআর,বি-র ক্লিনিক্যাল সায়েন্সেস ডিভিশনের বিজ্ঞানী ড. এস. কে. রায় 'বেবি জিংক সোনামনি' অনুষ্ঠানের ডায়রিয়া ও জিংক বিষয়ক আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রিয় শিল্পী তানিয়া আহমেদ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন

সরকারী এ দু'টি চ্যানেলের সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক-এর সুবিধার কথা চিন্তা করে সুজি প্রকল্প এর প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান এ চ্যানেলগুলোতে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মাধ্যমে পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের ডায়রিয়া হলে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি জিংক চিকিৎসার কার্যকারিতার খবর দেশের প্রতিটি অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যাবে। কারণ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী দর্শক ও শ্রোতা এ দু'টি নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত।

হচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বই শিশু বিষয়ক নতুন নতুন ইস্যু নিয়ে আবর্তিত। ডায়রিয়া এবং জিংক ছাড়াও এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বের বিষয় হচ্ছে শিশুবান্ধব পরিবেশ, শিশুর মনোজগত, শিক্ষা, বিনোদন, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, খেলাধুলা, টিকাদান, প্রতিবন্ধী শিশু এবং ঘনবসতি।

অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে আলোচনা যেখানে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর দু'জন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন, শিশুর যত্ন নিয়ে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা-মায়ের সাক্ষাৎকার

অনুষ্ঠান তৈরি করেছে। বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত এ অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন জনপ্রিয় গান এবং শিশুর ডায়রিয়া, খাবার স্যালাইন ও জিংকের তথ্যসম্বলিত ২৪ পর্বের একটি ধারাবাহিক নাটক প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বের শেষ অংশে একটি প্রশ্ন-উত্তর সেশন আছে যেখানে দেশের খ্যাতনামা শিশু বিশেষজ্ঞগণ শ্রোতাদের পাঠানো শিশুদের ডায়রিয়া বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় শ্রোতাদের পাঠানো বিভিন্ন 'বহুল উত্থাপিত প্রশ্ন' উত্তরসহ তুলে ধরা হলো। ■

শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংকের ব্যবহার সংক্রান্ত বহুল উত্থাপিত প্রশ্ন

ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক কিভাবে কাজ করে?

ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংকের কাজ সম্পর্ক যতটুকু জানা যায় তা নিম্নরূপ:

ক শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ডায়রিয়া দ্রুত সারায়।
খ আন্ত্রিক কোষসমুহের ডায়রিয়াজনিত ক্ষতকে দ্রুত সারিয়ে তোলে।
গ অন্ত্রের পানি ও খনিজ লবন শোষন ক্ষমতা বাড়ায়।

কোন বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া চিকিৎসায় জিংক ব্যবহার করা যাবে?

৬ মাস থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের ডায়রিয়ার চিকিৎসায় জিংক ব্যবহার করা যাবে।

কী মাত্রায় (ডোজে) জিংক ব্যবহার করতে হবে?

৬ মাস থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত: ২০ মি.গ্রা. জিংক (১টি ট্যাবলেট), প্রতিদিন ১ বার, পরপর মোট ১০ দিন খাওয়াতে হবে।

ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য শিশুকে কখন জিংক খাওয়ানো শুরু করা উচিৎ?

শিশুর ডায়রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার স্যালাইন এবং জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানো শুরু করা উচিত।

শিশুকে জিংক ট্যাবলেট খাওয়ালে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা আছে কী?

শিশুর পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে। কারণ খাবার স্যালাইন পানিশূন্যতা পূরণ করে, জিংক পানিশূন্যতা পূরণ করে না। শিশুর ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার পর আর খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই তবে জিংক ট্যাবলেট ১০ দিন পর্যন্ত খাওয়াতে হবে।

জিংক ট্যাবলেট ও খাবার স্যালাইন কোনটি আগে খাওয়াতে হবে?

শিশুর ডায়রিয়াতে অবশ্যই আগে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে তারপর জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

জিংক ট্যাবলেট কি খাবার স্যালাইন, বুকের দুধ অথবা অন্য কোনো তরলের সাথে গুলিয়ে খাওয়ানো যাবে?

জিংক ট্যাবলেট পানিতে গুলানোই সবচেয়ে ভালো। তবে মা যদি মনে করেন, এক চা চামচ খাবার স্যালাইন অথবা বুকের দুধের সাথে জিংক ট্যাবলেট গুলে শিশুকে খাওয়াতে পারেন। তবে বুকের দুধে জিংক ট্যাবলেট গুলে যেতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে। এছাড়া অন্য কোনো তরলের সাথে গুলে খাওয়ানো গ্রহণযোগ্য নয়।

বমি বা অন্য কোনো কারণে শিশু সম্পূর্ণ ঔষধ ফেলে দিলে কি করবেন?

যদি বমির কারণে ঔষধ নষ্ট হয়, অপেক্ষা করুন। এক ঘন্টার মধ্যে যদি আর বমি না হয়, শিশুকে আর একটি ট্যাবলেট খেতে দিন। তবে বমি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ঔষধ খাওয়াতে ব্যর্থ হলে, যেমন শিশু মুখ থেকে ওষুধ ফেলে দিলে, তাকে আর একটি ট্যাবলেট খেতে দিন।

শিশুকে জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে ভুলে গেলে কি করবেন?

দিনের যে কোনো সময়ে মনে পড়লেই শিশুকে জিংক ট্যাবলেট খাইয়ে দিন। যদি ১ দিন পর মনে পরে, শুধুমাত্র সেদিনের ঔষধটি দিন।

যদি জিংক ট্যাবলেটের দশ দিনের কোর্স শেষ করার পরপরই শিশুর পুনরায় ডায়রিয়া হয় তবে দ্বিতীয়বার জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে কী?

হ্যাঁ, শিশুর ডায়রিয়া হলেই খাবার স্যালাইন ও জিংক খাওয়াতে হবে। সব সময়ই মোট দশ দিনের কোর্স শেষ করতে হবে। জিংকের দশ দিনের কোর্স শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবারও ডায়রিয়া হলে পুনরায় দশ দিন জিংক খাওয়ানো সম্পূর্ণ নিরাপদ।

জিংক ট্যাবলেট ডায়রিয়া প্রতিরোধে ভ্যাক্সিন/টীকা হিসাবে কাজে করে কী?

না, জিংক ট্যাবলেট ডায়রিয়াতে ভ্যাক্সিন হিসাবে কাজ করে না।

শুধুমাত্র জিংক দিয়ে ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা সম্ভব কী?

না, শুধুমাত্র জিংক দিয়ে ডায়রিয়ার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ডায়রিয়াতে শিশুর পানিশূন্যতা হয়। পানিশূন্যতা পূরণের জন্য শিশুকে অবশ্যই খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

কোনো ডাক্তারের সাথে পরামর্শ ব্যতীত শিশুকে জিংক দেওয়া যাবে কী?

হ্যাঁ, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত যেকোনো শিশুকে জিংক ট্যাবলেট খাওয়ানো যাবে। তবে শিশু খুব বেশি অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিশুর পুরোপুরি সুস্থতার জন্য কতদিন জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে?

শিশুর সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য ১টি করে ১০ দিনে ১০টি জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে।

শিশুদের জিংক ট্যাবলেট চুষে খাওয়ার জন্য দেয়া যাবে কী?

না, জিংক ট্যাবলেট চুষে খাওয়ার জন্য দেওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ ট্যাবলেট খাওয়া নিশ্চিত করতে জিংক ট্যাবলেট পানিতে গুলিয়ে খাওয়ানো সবচেয়ে ভালো ও সহজ।